■ রাজধানীর অটোচালকদের পরিবারের সঙ্গে রাহুল গান্ধী। *পিটিআই*

চালকদের কাছে

নয়াদিল্লি, ২৯ মে: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের ফলে সিএনজি-র দাম বাড়ছে। তাই দিল্লির অটোচালকরা সমস্যায় পড়েছেন। অটোর ভাড়া বাড়ানোর দাবি তুলেছেন তাঁরা। আজ দুপুরে দিল্লির বেঙ্গলি পার্কের কাছে টোডরমল পার্কে গিয়ে সেই অটোচালকদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সমস্যার কথা শুনলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাহুল তাঁর প্রিয় পোশাক সাদা টি-শার্টের উপরে অটোচালকদের উর্দিও চাপিয়েছিলেন (উপরের ছবিতে)। তাঁদের সঙ্গে ভাগ করে রুটি, তরকারিও খেয়েছেন। রাহুলের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে অটোচালক রমেশ প্রসাদ বলেন, "সিএনজি-র দাম বৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধির সমস্যার কথা বলেছি। রাহুলজি আশ্বাস দিয়েছেন সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সামনে আমাদের সমস্যার কথা বলবেন। আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনারও খোঁজ নিয়েছেন উনি।" রাহুল সম্প্রতি নিট-পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তার ভিত্তিতে রাহুল আজ বলেছেন, "ওঁদের সঙ্গে দেখা করার পরে স্পষ্ট যে দেশের তরুণরা নরেন্দ্র মোদীর উপরে ভরসা করেন না।" *নিজস্ব সংবাদদাতা*

জুনে 'ইন্ডিয়া' বৈঠকের প্রস্তুতি, যেতে পারেন মমতা

অগ্নি রায়
প্রেমাংশু চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৯ মে: পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ভরাডুবির পরে এই প্রথম রাজ্যের বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও পর্যন্ত স্থির রয়েছে বিরোধী নেতাদের একত্রে পাওয়া গেলে জুনেই নয়াদিল্লিতে বৈঠকে বসতে পারে 'ইন্ডিয়া' মঞ্চ। আলোচ্য বিষয় হবে 'বিপক্ষের রাজনীতির আগামীর কর্মসূচি'। মমতা ও অভিষেক তাতে যোগ দেবেন। থাকবেন সনিয়া ও রাহুল গান্ধী, সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব, আরজেডি-র তেজস্বী যাদব, শিবসেনা (ইউবিটি)-র উদ্ধব ঠাকরে, এনসিপি (এসপি)-র শরদ পওয়ার বা সুপ্রিয়া সুলে, এনসি-র ওমর আবদুল্লার মতো নেতারা। সূত্রের খবর, ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এই বৈঠকে ১৫টিরও বেশি দল উপস্থিত থাকবে। তৃণমূলের এক নেতার কথায়, "জাতীয় স্তরে বিজেপির ঝুলিতে মোট ভোটের ৩৭% রয়েছে। ফলে বিরোধী ভোটকে একজোট করার জন্য আলোচনায় বসার সময় এসে গিয়েছে।"

তামিলনাড়ু ভোটের পরে ডিএমকে সঙ্গ ছেড়ে কংগ্রেস বিজয়ের টিভিকে-র হাত ধরেছে। ফলে ডিএমকে-র সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিরোধী জোটে ডিএমকে এবং টিভিকে, দুই দলকেই 'ইন্ডিয়া'-র বৈঠকে আনার চেষ্টা হচ্ছে। আগামী বছর পঞ্জাবের ভোটে কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি মুখোমুখি লড়বে। সেই সমস্যা মেটাতে তৃণমূল উদ্যোগী হয়ে মধ্যস্থতা খোঁজার চেষ্টা করছে। এত দিন জগন্মোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেস মুখে বিজেপি, কংগ্রেসের থেকে সমান দূরত্বের কথা বললেও, বহু ক্ষেত্রে কেন্দ্রের নীতিকে সমর্থন করেছিল। একই নীতি নিয়ে চলছিল নবীন পট্টনায়কের বিজু জনতা দল। অন্ধ্র ও ওড়িশায় দুই দলকেই বিজেপি তথা এনডিএ ক্ষমতাচ্যুত করেছে। এখন এই দুই দলকেই 'ইন্ডিয়া'য় নিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে কংগ্রেস নেতৃত্বের মত।

প্রাথমিক ভাবে ৬ জুন বৈঠকের পরিকল্পনা নিয়ে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। তবে সকলের ওই দিন সময় না হলে বৈঠক অন্য দিনেও হতে পারে। তা হবে দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবের মতো নিরপেক্ষ জায়গায়। বৈঠকে মূল বিষয় হবে, এসআইআর, ভোটার তালিকায় কারচুপি ও ভোট চুরি। এই প্রেক্ষিতে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, বিহার, অসম, পশ্চিমবঙ্গের ভোটের পর্যালোচনা হবে। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের পরে মমতা ভোট চুরির অভিযোগ তোলায় রাহুল তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। তৃণমূলনেত্রী দলের নেতাদের জানিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে 'সার্বিক অনিয়মের' অভিযোগ তিনি দিল্লিতে নিয়ে যেতে চান। কংগ্রেস-সহ 'ইন্ডিয়া' মঞ্চকে শামিল করার কথা বলেছিলেন তিনি। কংগ্রেস নেতারা বলছেন, জগন্মোহনও এখন এসআইআর নিয়ে সরব হয়েছেন। তৃণমূলের তরফে ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, 'কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বা বাইরে রেখে কিছু করা হবে না'। বিরোধী ঐক্যের প্রশ্নে মমতার এই 'বিলম্বিত বোধোদয়' বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই স্বাভাবিক বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তাঁর নিজের রাজ্যে ক্ষমতায় নেই তৃণমূল। তাই ভবিষ্যে পুনরুদ্ধারের জন্য লোকসভা ভোটকে কাজে লাগানো ছাড়া তাঁর উপায় নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভোটমুখী রাজ্যে রাহুল চাইছেন কর্নাটক মডেল

প্রেমাংশু চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২৯ মে: কর্নাটকে মসৃণ ভাবে কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্ব বদলের পরে রাহুল গান্ধীর পাখির চোখ রাজস্থান, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশ। ভোটমুখী এই চার রাজ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে সমন্বয়ের অভাব কাটাতে চাইছেন দলের হাইকমান্ড। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতেও সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে বেশ কিছু রদবদল হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যে এআইসিসি-র পর্যবেক্ষক পদে আনা হতে পারে নতুন মুখ।

কংগ্রেস সূত্রের খবর, রাহুল গান্ধী ও সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গের মধ্যে গত কয়েক দিনে আলোচনার ভিত্তিতে ঠিক হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড, বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অসম, গুজরাতে সাংগঠনিক রদবদল হবে। কিছু রাজ্যে এআইসিসি-র পর্যবেক্ষক বদল হবে। কিছু রাজ্যে নতুন মুখ আনা হবে প্রদেশ সভাপতি পদে। গোয়ায় আজই প্রদেশ সভাপতি বদল হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সিদ্ধারামাইয়া 'রাহুল গান্ধীর ইচ্ছে অনুযায়ী' কর্নাটকের কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। শুক্রবার রাজ্যপাল তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করেন। রাজ্যের মন্ত্রিসভাও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। শনিবার বিকেলে বেঙ্গালুরুতে কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের বৈঠক। কংগ্রেস নেতৃত্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কিছু চললে, সেখানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি কে শিবকুমারকে পরিষদীয় দলনেতা তথা পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়া হবে। সিদ্ধারামাইয়া, শিবকুমার শুক্রবার দিল্লিতে মল্লিকার্জুন খড়্গে, রাহুল গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেখানে ২০২৮-এ কর্নাটক বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে সামাজিক সমীকরণ ও নতুন মুখের ভারসাম্য নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শুধু সিদ্ধারামাইয়ার নতুন ভূমিকা স্পষ্ট হয়নি। সিদ্ধা রাজ্যসভায় যেতে আগ্রহী নন।

সিদ্ধারামাইয়া বৃহস্পতিবার বিকেলেই বেঙ্গালুরু থেকে দিল্লি রওনা হন। খারাপ আবহাওয়ার কারণে তাঁর বিশেষ বিমান দিল্লির বদলে রাজস্থানের জয়পুরে নামে। বিমানবন্দরে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন রাজস্থানের কংগ্রেস নেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গহলোত। ২০২৩-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে যাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি করতে চেয়েছিলেন সনিয়া গান্ধী। কিন্তু গহলোত সচিন পাইলটকে মুখ্যমন্ত্রীর গদি ছাড়তে রাজি হননি। পরিণতি, কংগ্রেস রাজস্থানের ভোটে হারে। গহলোতের কংগ্রেস সভাপতির পদও হাতছাড়া হয়।

কর্নাটকের মতো ২০২৮-এ রাজস্থানেও বিধানসভা ভোট। কংগ্রেস সূত্রের খবর, সেখানেও সচিনকে মুখ করে ভোটে যাওয়ার ঘুঁটি সাজাচ্ছেন রাহুল। আগামী বছর পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশে ভোট। পঞ্জাবের প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কংগ্রেস হাইকমান্ড শুক্রবারই বৈঠকে বসেছে। প্রদেশ সভাপতি অমরিন্দর সিংহ রাজা ওয়ারিং ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিংহ চন্নীর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব মেটাতে চাইছে কংগ্রেস। উত্তরাখণ্ডেও প্রবীণ নেতা হরিশ রাওয়াতের সঙ্গে বাকিদের দ্বন্দ্ব মেটানো বাকি। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে বোঝাপড়া নিয়ে কংগ্রেসের একেক নেতার একেক অবস্থান। সেই জট কাটানোর রাস্তা খোঁজা হচ্ছে।

লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে

রিমড়া: লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা পুরুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকার অভিযোগ হুগলির রিষড়াতেও। এ শহরের বাসিন্দা উর্মিলা দেবী বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগে জানান, ২০২২ সাল থেকে ওই ভাতা ঢুকছে জনৈক বিজয় সাউয়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। আবেদনের তথ্যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নম্বরে ভুল থাকায় ওই বিপত্তি। এ নিয়ে মহকুমাশাসক, স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি পার্থসারথি গুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি। পার্থসারথির মধ্যস্থতায় উর্মিলাকে একবার পাঁচ হাজার টাকা ফিরিয়ে দেন বিজয়। কিন্তু ভুল সংশোধন হয়নি। বিজয়ের বক্তব্য, "সরকারি ভুলে আমার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে। বিষয়টি জেনে ওঁদের বলেছিলাম, সংশোধন করে নিতে। ওঁরা করেননি।" পার্থসারথির কথায়, "একাধিক বার পুর-প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসনে জানিয়েও কোন সংশোধন হয়নি, জানি না।" এ দিকে, বহরমপুরে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে ধৃত পুরুষ উপভোক্তা রকিবুল শেখকে জেরা করে মুস্তাফিজুর রহমান নামে আরও একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সরকারি আইনজীবী উৎপল রায় বলেন, "মুস্তাফিজুরের নিজের নামেই তিনটে অ্যাকাউন্ট আছে। নথি জাল করে সে আরও অনেককে এমন করে দিয়েছে।" *নিজস্ব সংবাদদাতা*

অভীকদের ঢাল-নির্দেশিকার কথা জানানো হল মুখ্যমন্ত্রীকে

পারিজাত বন্দ্যোপাধ্যায়

দু'জন 'পড়ুয়া-চিকিৎসক' বা পিজিটি এবং এক জন রেসিডেন্ট ডাক্তারকে (আরএমও) স্বাস্থ্য আধিকারিক হিসাবে দেখিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর একটি বিতর্কিত নির্দেশিকা প্রকাশ করেছিল আর জি কর বর্ষণ-খুনের ঠিক পরে। ওই ঘটনায় হাইকোর্ট নতুন করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পরেই চিকিৎসকদের সংগঠন 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স ফোরাম' সেই নির্দেশিকার বিষয়টি জানিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দফতরকে।

সংগঠনের অভিযোগ, ২০২৪ সালের ৯ থেকে ১৫ অগস্ট ভোরবেলা স্বাস্থ্য দফতরের দুই পিজিটি ও এক আরএমও রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজের ডিউটিতে ছিলেন বলে খাতায়কলমে দেখাতেই ওই নির্দেশিকা জারি হয়েছিল, যাতে তাঁরা ওই সময় আরজিকর মেডিক্যাল কলেজে ছিলেন, এমন তথ্য খণ্ডন করা যায়। সংগঠনের আরও অভিযোগ, স্বাস্থ্যভবনের পূর্ববর্তী একটি নির্দেশিকা রাতারাতি ওয়েবসাইট থেকে গায়েব করে দিয়ে 'ব্যাক ডেট'-এ ওই নির্দেশিকা জারি করেছিল পূর্বতন সরকার।

সংগঠনের তরফে কৌশিক চাকীর কথায়, "আমাদের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল তদন্তের দায়িত্বে থাকা সীমা পাহুজাকে বিষয়টি জানিয়েছিল। লাভ হয়নি। সরকার পরিবর্তনের পর প্রতিনিধি মারফত শুভেন্দু অধিকারীকে সব জানানো হয়েছে।" চিকিৎসক-বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁয়ের কথায়, "অভয়া কাণ্ডে তৃণমূল সরকার যে সব তথ্য ধামাচাপা দিয়েছে, বর্তমান সরকার তা খুঁড়ে বার করবে।"

অভিযোগ, ৮ অগস্ট, ২০২৪ তারিখে স্বাস্থ্য দফতর একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল(মেমো নম্বর—২৩৪৪/এইচএএফ/ও/জিএ/ডব্লিউ-৮৫/২০২২)। তাতে স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজ ও তার মহড়ার তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেই সময় স্বাস্থ্যভবনে থাকা দুই স্বাস্থ্যকর্তা সৌমাভ দত্ত, সুজয় বিষ্ণু এবং চার মেডিক্যাল অফিসারকে। ৯, ১০, ১৩ এবং ১৫ অগস্ট ভোরে তাঁদের ওই ডিউটি ছিল। কিন্তু পড়ুয়া-চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের পর এই নির্দেশিকা আচমকা স্বাস্থ্য দফতরের ওয়েবসাইট থেকে গায়েব হয়ে যায়। সেই জায়গায় ৬ অগস্ট ২০২৪ এর একটি নির্দেশিকা পোস্ট হয় (মেমো নম্বর—এম/২০০৭)।

ওই নির্দেশিকায় দুই পিজিটি ও এক আরএমও-র নাম উল্লেখ হয়। তাঁদের ৯ অগস্ট ভোরে আরজিকর হাসপাতালে রিপোর্ট করে সেখান থেকে এসএসকেএমে ও তারপর রেড রোডে ডিউটিতে আসতে বলা হয়। নির্দেশিকায় সই ছিল তৎকালীন স্বাস্থ্য অধিকর্তা সিদ্ধার্থ নিয়োগী এবং তৎকালীন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা কৌস্তভ নায়েকের।

সংশ্লিষ্ট দুই পিজিটি ছিলেন সরকারি হাসপাতালে হুমকি কাণ্ডের জন্য কুখ্যাত অভীক দে, উত্তরবঙ্গ লবির প্রভাবশালী নেতা সুশান্ত রায়ের ছেলে সৌত্রিক রায় এবং সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ সহযোগী আরএমও সৌরভ পাল। এঁদের মধ্যে অভীককে চিকিৎসকের মৃত্যুর ঠিক পরে ৯ অগস্ট ভোরে লাল শার্ট পরে আরজি করের সেমিনার রুমে দেখা গিয়েছিল বলে অভিযোগ। সৌরভও ঘটনাস্থলে ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

সিদ্ধার্থ নিয়োগী বলেন, "অনেক দিন আগের কথা। আমার কিছু মনে নেই। ডিএমই বলেছিলেন বলে সই করেছি।" আর তৎকালীন ডিএমই বা স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা কৌস্তভ নিয়োগীর ফোন বন্ধ ছিল। এ ব্যাপারে সৌরভ পালকে ফোন করা হলে তিনি প্রথমে, "হ্যাঁ বলছি" বলে শুরু করেন। তারপর সংবাদপত্র শুনেই দাবি করেন, তিনি সৌরভ পাল নন। অভীক দে-র ফোন নেটওয়ার্ক সীমার বাইরে ছিল। আর সৌত্রিক রায় "ব্যস্ত আছি" বলে ফোন কেটে দেন।

■ আসল নির্দেশিকা, যা পরে গায়েব হয়ে যায় (বাঁ দিকে)। পরবর্তী বিতর্কিত নির্দেশিকা (ডান দিকে)। *নিজস্ব চিত্র*

SPECIAL BREAKING NEWS SALE

Presented by
RK GROUP

SALE ONLY 2 DAYS
30th & 31st May 2026

10,000 এর উপর কেনাকাটায় ব্র্যান্ডেড ঘড়ি মূল্য 5000/- ফ্রি

FIRST TIME AT HOTEL THE LALIT GREAT EASTERN KOLKATA, DALHOUSIE SQUARE, KOLKATA

কেন এত কম দামে বিক্রি করছি ?

অনলাইন কোম্পানিগুলোর অতিরিক্ত স্টকের কারণে সব মাল এখন অফলাইনে বিক্রি করা হবে।
মাত্র ২ দিনের জন্য হোটেল দ্যা ললিত গ্রেট ইস্টার্ন কলকাতা এমন সেল আগে কখনও হয়নি।

এই ধরনের সেল এর আগে কখনও কলকাতায় হয়নি।
খুচরা ক্রেতারা পাবেন সরাসরি ৯০% পর্যন্ত ছাড়।

Chief Guest:
Rahul Chelani Ji
(Film Actor)

LACOSTE BALMAIN PARIS spykar Reebok Calvin Klein RARE RABBIT NAUTICA MONTE CARLO HUGO BOSS Raymond puma adidas NIKE BIBA

এই সমস্ত গারমেন্টসে ১০০% নিচের নির্ধারিত দামে বিক্রি করা হবে।

পুরুষদের পোশাক — গ্রীষ্মকালীন জিন্স, শার্ট, টি-শার্ট, ট্রাউজার, লোয়ার, শর্টস, কুর্তা, পাজামা শেরওয়ানি, কোট, ব্লেজার ইত্যাদি। আসল দাম ₹2000 থেকে ₹20000 উপলব্ধ মাত্র ₹250 থেকে ₹750 এবং ₹1200 টাকায়।

মহিলাদের ও মেয়েদের পোশাক — সামার টপ, কুর্তি, পালাজো, জিন্স, শার্ট, টি শার্ট, ট্রাউজার, লোয়ার শর্টস, লেগিংস, নাইটওয়্যার ইত্যাদি আসল দাম ₹1000 থেকে ₹7000 উপলব্ধ মাত্র ₹100 থেকে ₹299 এবং ₹400 থেকে ₹850 টাকায়।

বাচ্চাদের পোশাক — জিন্স, শার্ট, টি-শার্ট, ট্রাউজার, লোয়ার ফ্রক, শর্টস ইত্যাদি আসল দাম ₹1000 থেকে ₹5000 উপলব্ধ মাত্র ₹299 থেকে ₹499

ব্র্যান্ডেড ফুটওয়্যার — লেডিস ও বাচ্চাদের জুতো, স্পোর্টস, লেদার, ট্রেকিং, স্যান্ডেল, স্লিপার, বেলি ইত্যাদি আসল দাম ₹1000 থেকে ₹5000 উপলব্ধ মাত্র ₹350 থেকে ₹1500
আমদানিকৃত জুতো মূল্য ₹8,000 থেকে ₹40,000 এইগুলো বিশেষ ছাড়এ পাওয়া যাবে।

হোমডেকর স্পোশাল কাউন্টার — গগলস, আমদানিকৃত পারফিউম, লেডিস ব্যাগ, বেডশিট, তোয়ালে, পুরুষ ও মহিলাদের জুয়েলারি এবং আরও অনেক কিছু। আসল দাম ₹1000 থেকে ₹7500 শুরু মাত্র ₹199 থেকে।

প্রিমিয়াম সামার গারমেন্টস যার দাম ₹2000 থেকে ₹12,000 এখানে পাওয়া যাবে মাত্র ₹200 থেকে ₹1200 টাকায়।

কসমেটিক্স, আমদানিকৃত পারফিউম, আমদানিকৃত ঘড়ি ও গগলসও পাওয়া যাবে।

ভারতের সবথেকে বড় সামার গারমেন্টস এক্সিবিশন

Sale is for only 2 Days – 30th & 31st May 2026

Beware of duplicate fairs in Kolkata. The original sale by the company is being held only at The LaLiT Great Eastern Kolkata

Venue: The LaLiT Great Eastern Kolkata
Dalhousie Square , Old Court House St, Kolkata - 01

Follow our Instagram page to stay updated on our exhibitions and new stock:

BrandedStore | No entry fee, no parking charges | Timings: 10 am to 10 pm

১. কোম্পানির চাপে সংবাদপত্র ব্রান্ডের নাম প্রকাশ করা যাচ্ছে না । ২. কোলকাতা মানুষদের এই সেল মিস না করা অনুরোধ করা হচ্ছে
৩. আমাদের দাবি, এই সেলের পরে এত বড় পরিমাণে ব্যাগ আর পাওয়া যাবে না ৪. যে কাউন্টার আগে শেষ হবে, তা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

Terms & Condition Apply, ALL MAJOR DEBIT & CREDIT CARD ACCEPTED

পঞ্জাব নেশনাল বैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ই-অকশন সেল নোটিস
তারিখ: ৩০.০৬.২০২৬

সার্কেল অফিস, স্ট্রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, দুর্গাপুর, (সিও এসএএমডি দুর্গাপুর),
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পঃবঙ / ই-মেল: codgprec@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য সেল নোটিস

ইএমডি (বায়না জমা) এবং কাগজপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ৩০.০৬.২০২৬/ বেলা ২.০০টা পর্যন্ত।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সোরফেসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর নং ৫৪) অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট রেহানাবদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ (১)-এর বিধানাবলির সহিত পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিস। সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারেন্টর(গণ)-কে এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হইতেছে যে, অত্র নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি জামিনযুক্ত পাওনাদার-এর নিকট রেহানাবদ্ধ/ চার্জযুক্ত রহিয়াছে, যাহার কনস্ট্রাকটিভ/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার/ জামিনযুক্ত পাওনাদার কর্তৃক লওয়া হইয়াছে এবং উহা নিম্নে বর্ণিতমতো সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ ও গ্যারেন্টরগণ-এর নিকট হইতে ব্যাঙ্ক/ জামিনযুক্ত পাওনাদারের বকেয়া উশুলের নিমিত্ত তথা নিম্নোক্ত সারণি-তে উল্লেখিত তারিখে "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যাহা কিছু আছে" এবং "যেখানে যেরূপ প্রকার আছে" ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের জন্য সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না জমার পরিমাণ নীচের সারণি-তে উল্লেখ করা হইল।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ [উক্ত সম্পত্তি জামিনযুক্ত পাওনাদারের কনস্ট্রাক্টিভ দখল/বাস্তবিক দখল অধীন]

ক্রঃ নং	ব্রাঞ্চের নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতাগণ/গ্যারেন্টরগণের নাম ও ঠিকানা	রেহানাবদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা(গণ)) ও দখল	(ক) ১৩(২) ধারা অধীনে ডিমান্ড নোটিসের তারিখ (খ) দখলের তারিখ (গ) নিজেক্ত তারিখমতো অবশিষ্ট বকেয়া	(ক) সংরক্ষিত মূল্য (খ) বায়না জমা (গ) ভাল বৃদ্ধির পরিমাণ (টাকায়)	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
১।	বি/ও: ০৯১৪২০-বিধাননগর অ্যাকাউন্ট: রামকৃষ্ণ বন্ধ্যোপাধ্যায় ঋণগ্রহীতা/গ্যারেন্টরগণ : রামকৃষ্ণ বন্ধ্যোপাধ্যায়, গ্রাম ও পোঃ- বামুনাড়া, বেলুবন, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩২১১। অপূর্ব সরকার, গ্রাম ও পোঃ- বামুনাড়া, বেলুবন, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩২১২। সুব্রত সরকার, গ্রাম ও পোঃ- বামুনাড়া, বেলুবন, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩২১২।	নিম্নোক্ত সম্পত্তির সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, আবাসিক জমি ও বিল্ডিং, দাগ নং- ১০৯৩ ও ১০৯৯, এল.আর. প্লট নং- ৮৯৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৯৯, জে.এল. নং- ৩৮, জমির পরিমাণ ১ কাঠা ০.৭৩৩ ডিসি, গ্রাম ও পোঃ- বামুনাড়া, থানা- কাঁকসা, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, এ.ডি.এস.আর. দুর্গাপুরের অধীন, সিন- ৭১৩২১২, দুইবার দলিল নং I-৩৮৭/১৯৯৬, শ্রী অপূর্ব সরকার ও শ্রী সুব্রত সরকার উভয়ের পিতা প্রয়াত বিভূতি ভূষণ সরকারের নামে (I-৩৮৭/১৯৯৬) **দখল কনস্ট্রাক্টিভ***	(ক) ০৭.০১.২০১৬ (খ) ১১.০৫.২০১৬ (গ) টাঃ ৪,৯১,৫৫৭.৭৭ (চার লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশত সাঁইত্রিশ টাকা সাতাত্তর পয়সা) উপরোক্ত নোটিসে উল্লেখিতমতো তৎসহ হালফিলকৃত সুদ	(ক) টাঃ ২৯.১৩ লক্ষ (খ) টাঃ ২.৯১ লক্ষ (গ) টাঃ ১০,০০০.০০	৩০.০৬.২০২৬ বেলা ১১.০০টা হইতে বিকাল ০৪.০০টা
২।	বি/ও: ০০৫১০০-আসানসোল, বাঙ্গিন বাজার অ্যাকাউন্ট: রৌশন কুমার ঋণগ্রহীতা/গ্যারেন্টর/অংশীদারগণ : রৌশন কুমার, পিতা- বিনয় কুন্ডু, ঠিকানা- ১ : ভাই টেন্ট হাউস, হামিদগঞ্জ, ওয়ার্ড নং- ৪, মেদনী নগর, পলামউ ডালটনগঞ্জ, ঝাড়খণ্ড- ৮২২১০১। ঠিকানা- ২ : বালাজি টাওয়ার, নিউ আপার চেলিডাঙ্গা, এস.বি. গোরাই রোড, মশিমালা স্কুলের নিকট, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩০০৪। শিল্পী চ্যাটার্জী, ঠিকানা- ১ : ফ্ল্যাট নং এফ-৪০১, ৫ম তল, সমৃদ্ধি রেসিডেন্সি, এস.বি. গোরাই রোড, ওয়ার্ড নং- ০৩, থানা- আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩০০৪। ঠিকানা- ২ : বালাজি টাওয়ার, নিউ আপার চেলিডাঙ্গা, এস.বি. গোরাই রোড, মশিমালা স্কুলের নিকট, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩০০৪।	নিম্নোক্ত সম্পত্তির সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, ফ্ল্যাট নং এফ-৪০১, পঞ্চম তলে, "সমৃদ্ধি রেসিডেন্সি"-এর "এ" তফসিলভুক্ত অ্যাপার্টমেন্টের, যাহার আয়তন সুপার বিল্ট এরিয়া ১০৫২ বর্গফুট এবং কভার্ড এরিয়া ৮০৯ বর্গ-ফুট, যাহাতে দুইটি বেডরুম, একটি ড্রাইনিং-কাম-ড্রয়িং রুম, দুইটি ল্যাট্রিন-কাম-বাথরুম, একটি কিচেন ও একটি ব্যালকনি সহ সমস্ত ফিটিংস, ফিক্সচার, বৈদ্যুতিক লাইন, সংযোগ প্রভৃতি রহিয়াছে, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান (পূর্বতন বর্ধমান অধীন), থানা- আসানসোল, চৌকি ও এ.ডি.এস. আর. অফিস- আসানসোল, আসানসোল পৌরসভার অন্তর্গত, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে, জে.এল. নং- ২০, মৌজা- আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড নং- ৩ (পুরাতন) / ৫০ (নূতন), আর.এস. প্লট নং- ২৯৩৩, আর.এস. খতিয়ান নং- ৫৭৭, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, ১৫১২ সালের দলিল নং- ০২০৫০২৬১২২ অনুসারে রৌশন কুমার ও শিল্পী চ্যাটার্জীর নামে নিবন্ধিত। **দখল কনস্ট্রাক্টিভ***	(ক) ১৩.০১.২০১৬ (খ) ১৬.০৫.২০১৬ (গ) টাঃ ৯,৯১,৬৯৩.৮৭ (নয়লক্ষ একানব্বই হাজার সাতশত একত্রিশ টাকা সাতাশি পয়সা) উপরোক্ত নোটিসে উল্লেখিতমতো তৎসহ হালফিলকৃত সুদ।	(ক) টাঃ ১৫.০৪ লক্ষ (খ) টাঃ ১.৫১ লক্ষ (গ) টাঃ ১০,০০০.০০	৩০.০৬.২০২৬ বেলা ১১.০০টা হইতে বিকাল ০৪.০০টা
৩।	বি/ও: ০২০১২০-আসানসোল অ্যাকাউন্ট: রাজ কিশোর বার্নওয়াল ও কাঞ্চন বার্নওয়াল ঋণগ্রহীতা/গ্যারেন্টরগণ : রাজ কিশোর বার্নওয়াল, পিতা- ওঙ্